দৈনিক সংবাদ

05 OCT 1987

ঢাকা : সোমবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৩৯৪

5

পাকিস্তানী পাঠ্য বইয়ে বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা

পাকিস্তানের পাঞ্জাব টেক্সট বুক বোর্ড একটি স্কুল পাঠ্যবই প্রকাশ করেছে। উক্ত বইয়ে 'ইষ্ট পাকিস্তান ট্রাজেডি' শীর্ষক একটি অধ্যায়ে জনৈক পাকিস্তানী প্রফেসর সাঈদ ওসমান মালিক বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে যে বিদ্রূপ ও ঘৃণ্য মন্তব্য করেছেন তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধচেতনা বিকাশ কেন্দ্র এক বিবৃতি দিয়েছে। বিবৃতিতে উক্ত বই বাজেয়াপ্ত ও বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করবার জন্য আমাদের সরকারের প্রতিও আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঐ বইয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা কেবল সত্যের অপলাপ নয়, রীতিমত বিস্ময়কর এবং বাঙালী জাতির জন্য চরম অবমাননাকরও বটে। পাঞ্জাবী প্রফেসর সাঈদ মালিক তাঁর প্রলাপে যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ করলে এমন দাঁড়ায় : পূর্ব পাকিস্তানে অনেক হিন্দু ছিল যারা পাকিস্তানকে মোটেই গ্রহণ করেনি। এসব হিন্দুর মধ্যে অনেকে স্কুল ও কলেজে শিক্ষকতা করত এবং এই সুযোগে পূর্ব পাকিস্তানী তরুণদের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে। ক্ষমতালোভী কিছু রাজনৈতিক নেতা প্রাদেশিকতাকে উৎসাহিত করেন। এদের ভারত সরকার সর্বতোভাবে সহায়তা করত। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা স্বার্থপর নেতৃত্বে বিভ্রান্ত হয়। এসব নেতৃবৃন্দ চাইতো পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের আশ্রিত বা অঙ্গীভূত করতে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানকে আক্রমণ করে এবং পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারিফ করতে হয় পাঞ্জাবী প্রফেসরের কূট বুদ্ধির। তিনি পাঞ্জাবের নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস কি আশ্চর্য কায়দায় বর্ণনা করেছেন। অত্যন্ত সুকৌশলে তিনি এ কাহিনী তুলে ধরেছেন পাঞ্জাবী কিশোর-কিশোরীদের কাছে। কোনভাবেই তাদের জানতে দেননি পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর বর্বর গণহত্যা ও ধর্ষণের ইতিহাস, এবং তারও আগে থেকে চলে আসা দমন-পীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস। গণতন্ত্র, স্বায়ত্তশাসন ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বাঙালীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের ইতিহাসও ঠাঁই পায়নি তার কাহিনীতে।

বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তানীদের নির্লজ্জ ধৃষ্টতার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ইতিপূর্বেও তারা এ ধরনের ধৃষ্টতা বারবারই দেখিয়েছে এবং যতদিন এর দাঁতভাঙ্গা জবাব না দেয়া হবে ততদিন বোধ করি এর শেষ হবে না। বছরখানেক আগেও লণ্ডনে এক পাকিস্তানী জেনারেল মন্তব্য করেছিল বাংলাদেশের মুসলিমরা বিচ্ছিন্ন হতে চায়নি। এটা সেখানকার কিছু হিন্দু ও ভারতের সমর্থনপুষ্ট একশ্রেণীর লোকই চেয়েছিল। জলন্ত প্রমাণ হিসেবে উক্ত জেনারেল সাংবাদিকদের বলেছিল : দেখুন তো, কারা সেখানে ক্ষমতায়।

এ ন্যাক্কারজনক ঘটনাকে বার বার বরদাশত করা হয় বলেই তা এমনি ডাল-পালা বাড়িয়ে চলেছে। এ দেশের কিছু স্বাধীনতা-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের জঘন্য ভূমিকাও এ অবস্থার জন্য দায়ী। এদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ বিদেশে আমাদের মর্যাদাকে বার বার ভূলুণ্ঠিত করে চলেছে। পাকিস্তানী জনসভায় জামাত নেতার আপত্তিকর মন্তব্য ও 'ডন' পত্রিকায় তা ফলাওভাবে প্রচারের পরও তার কোন বিচার হয় না। এটা পাকিস্তানী প্রতিক্রিয়াশীলদের আমাদের অপমান করতে দুঃসাহস যোগায়। তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি কটাক্ষ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। বাংলাদেশে যখন 'কায়েদে আজম স্মৃতি কমিটি' ঘটা করে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করে তা দেখে পাকিস্তানীরা আমাদের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করে, ৩০ লাখ শহীদের আত্মদানের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করতে উৎসাহিত হয়।

এদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দেয়ার জন্য কিছুই কি করা যায় না? সাম্প্রতিককালে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের গৃহীত ব্যবস্থা আমাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে। জাপানী স্কুল পাঠ্যপুস্তকে লিখিত তথ্যে চীনের মর্যাদাহানির চেষ্টা করা হলে চীনের আপত্তি ও প্রবল চাপের মুখে জাপান সরকারকে বইয়ের উক্ত তথ্য পরিবর্তন করতে হয়। জাপানী ঘটনায় দিনকে রাত করা হয়নি বা গোটা চীনা জাতির অপমানও করা হয়নি, যা করেছে পাকিস্তানী প্রফেসর। জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখলের ঘটনা একটু বাড়িয়ে লেখা হয়েছিল এই যা। তাতেই চীনারা ব্যবস্থা নিয়েছে এবং জাপানকে তার প্রতিবাদের মুখে নতি স্বীকার করতে হয়েছে। জাপানের মত প্রাচুর্য না থাকলেও চীনের মর্যাদা আছে তো।

সে রকম মর্যাদাবোধ কি আমাদের সরকারের থাকতে নেই? থাকলে সরকারী মুখপাত্ররা এখনও নীরব কেন? আমাদের স্বাধীনতার বয়স ১৬ বছর। কিন্তু আজও আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনাটা পাকিস্তানীদের কাছ থেকে বুঝে নিতে পারিনি। আর পারিনি বলেই তারা আমাদের চেতনার মর্মমূলে আঘাত দেয়ার মত দুঃসাহস দেখায়। অস্বীকার করে আমাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য, গৌরবময় ইতিহাসকে। এদের সহায়তা করে এদেশের কিছু প্রতিক্রিয়াশীল যারা পাকিস্তানী ধ্যান-ধারণা আজও ছাড়েনি। শুধু প্রতিবাদই নয়, এদের ঔদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে হবে। নইলে নয়া প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।